গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২৩.২৯৭ তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪৩০
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিষয়: **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগস্ট/২০২৩ খ্রি. মাসের প্রতিবেদন প্রেরণ**

সূত্র: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০৭৮.০৩৮.০০.০০.০০৫.২০১৪-১০, তারিখ: ২৬/০১/২০১৫ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির আগস্ট/২০২৩ খ্রি. মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৪ (চার) পাতা। (6095/potrojariAttachmentRef/34619/0/414)

৭-৯-২০২৩
মোঃ আব্দুর রশিদ
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০১০৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১৪৪০৮
ইমেইল: csmoys66@gmail.com

পরিচালক, পরিচালক - ১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০০৭.২৩.২৯৭/১(৪) তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪৩০
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপসচিব, সমন্বয় ও আইন অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) প্রোগ্রামার (সংযুক্ত), আইসিটি শাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭-৯-২০২৩
মোঃ আব্দুর রশিদ
সহকারী সচিব

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাবলির আগস্ট/২০২৩ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র : নং	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তনির্দেশনা/	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রচলিত প্রশিক্ষণ ট্রেডের সাথে সময়োপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ ট্রেড যুক্ত করতে হবে যেমন- ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, কৃষি ও হর্টিকালচার, মেরিন ফিশিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা ইত্যাদি। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার কারিকুলাম সংগ্রহ করা যেতে পারে।	(১) ফুড এন্ড বেভারেজ প্রডাকশন সার্ভিস (ক্যাটারিং): কোর্সের মেয়াদ-৬ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮৪৭ জন। (২) হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩ মাস। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৮৮৪ জন। (৩) সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং: কোর্সের মেয়াদ-৩০দিন। কোর্সের ধরণ-অনাবাসিক। আসন সংখ্যা-৩৫ (প্রতিব্যাচ)। (আরব দেশসমূহে গমনেচ্ছুক যুবমহিলাদের জন্য)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-২৩৪৩ জন। (৪) কৃষি ও হর্টিকালচার: কোর্সের মেয়াদ-১ মাস। কোর্সের ধরণ-আবাসিক। আসন সংখ্যা-৪০ (প্রতিব্যাচ)। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি-৫২৬০ জন। খ) মেরিন ফিসিং তথা গভীর সমুদ্রে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে মাছ ধরা এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে রিসোর্স পার্সন ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা থাকায় কোর্সটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।
২.	যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য যাতে প্রতারণার শিকার না হয় এবং যুব প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশেই আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ হয় সে লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এছাড়া দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়াও সে দেশের আইন কানুন সম্পর্কেও জানাতে হবে, যেন কেউ বিদেশে গিয়ে বেআইনি কিছু না করে এবং জেলে না যায়।	• যুবরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে না যায়, তারা যাতে আত্মকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য ৬৪টি জেলা ও ৫০০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। • ফেস্টুনের মাধ্যমে জেলা/যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০টি সচেতনতামূলক স্লোগান প্রচার অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে স্লোগান প্রচারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। • যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত যুববার্তায় সচেতনতামূলক স্লোগান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/জেলা প্রশাসন/বিভিন্ন অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয়ে যুববার্তার কপি পৌঁছানো নিশ্চিত করা হয়েছে। দৈনিক/সাপ্তাহিক/মাসিক এবং পাক্ষিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে প্রচারের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যা ১১৮ টি।
৩.	ক্রীড়াক্ষেত্রে আরও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। ফুটবলের উন্নয়নের জন্য আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ এবং জেলা-উপজেলাসমূহে বছর-ব্যাপী ফুটবল খেলার আয়োজন করতে হবে।	বর্তমানে দেশে ৫৩টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা রয়েছে। এ সকল সংগঠনগুলোকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার মান উন্নয়নে এ সংগঠনগুলোকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ ফুটবলের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৭ মেয়াদে ঢাকা (মতিঝিল ও কমলাপুর), গোপালগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় ফুটবল একাডেমি নির্মাণের জন্য ০৩টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সকল জেলার বিদ্যমান ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে তৃনমূল পর্যায় হতে খেলোয়াড়দের বাছাই করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের কোচের সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই অন্তে প্রায় ৫৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ০৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৩.১৪.১০৬.২২-৩৮২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অসম্মতি জানান। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক ফুটবলের উন্নয়নের জন্য জেলা ও উপজেলা সমূহে বছরব্যাপী ফুটবল প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতার কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তনির্দেশনা/	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	প্রতি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম গড়ে তোলার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭ এপ্রিল ২০১৫ একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হয়। ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় "উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ ১ম পর্যায় (১৩১)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৫ টি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং স্ব-স্ব উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ৬টি উপজেলায় জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ৬৬টি মিনি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়েছে। ২য় পর্যায় প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতিঃ ১) ৮৩টি খাস জায়গার মধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে ৭২টি উপজেলা। অধিগ্রহণকৃত জমিতে দরপত্র আহববান করা হয়েছে ০৮টি উপজেলায়। • তন্মধ্যে NOA দেওয়া হয়েছে ৮০টি উপজেলার। • চুক্তি বাতিল করতে হবে ৬টি উপজেলা (ভুরুঙ্গামারী, বেলাবো, মুলাদী, নেছারাবাদ, বন্দর ও বাঘাইছড়ি)। • জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারনে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না ০৪টি উপজেলার (বাঞ্ছারামপুর, নানিয়ার চর, শ্রীমঙ্গল ও মানিকছড়ি)। • কাজ শুরু হয়নি ০২ টি উপজেলার (জুড়াছড়ি, মেহেন্দীগঞ্জ)। • ৫৮ টি উপজেলায় কাজ চলমান রয়েছে। • জুন/২০২৩-এ সর্বশেষ ১০টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে (২টি খাস জমি-বেতাগী ও ফুলবাড়ীয়া এবং ৮টি ব্যক্তিমালিকানাধীন-পীরগঞ্জ, হোসেনপুর, কোটালীপাড়া, দোয়ারাবাজার, জুড়ী, কচুয়া, গোবিন্দগঞ্জ ও নওঁগা সদর)। তন্মধ্যে ৮টি উপজেলার NOA দেওয়া হয়েছে। ৩) ৮৩টি খাস জায়গার মধ্যে ৭২টি উপজেলার দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি উপজেলার জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারনে দরপত্র আহবান করা যায়নি (জয়পুরহাট সদর, নিয়ামতপুর, কামারখন্দ, মুজিবনগর, রামপাল, রুপসা, জামালপুর সদর, হাইমচর,রুপগঞ্জ, ফটিকছড়ি, বাঁশখালী)। ৪) ১০৩টি অধিগ্রহণ প্রস্তাবিত উপজেলার মধ্যে, • ৭৩টি উপজেলার অধিগ্রহণের অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। • অবশিষ্ট ৩০টি উপজেলার জমির প্রস্তাব পরিবর্তন হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ৫) ১ম ধাপে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২১টি জেলার ৩৮টি উপজেলায় ১৮১৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থ বৎসরে অবশিষ্ট ৩৫টি উপজেলার জন্য ১৭৩৮৬.৬১ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। • শেখ রাসের মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পে (১ম পর্যায় ৫০টি জেলার ১২৫টি উপজেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ২য় পর্যায় ৫৬টি জেলার ১৮৬টি উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) ৩১১টি উপজেলা। • বিশেষ প্রকল্পের আওতায় ১১টি উপজেলা (বিশেষ প্রকল্প আওতায় ০৯টি উপজেলায় যথা- লালপুর, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, শান্তাহার, ভাঙ্গা, ভৈরব, শিবগঞ্জ, পাবর্তীপুর ও শ্রীনগর উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি উপজেলায় (টুঙ্গীপাড়া ও মিঠামইন উপজেলা) পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে)। • অবশিষ্ট ১৭৩টি উপজেলায় প্রকল্পে ৩য় পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। • ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭৩টি উপজেলার মধ্যে ১৭৩টি উপজেলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১৯টি উপজেলা হতে খাস জমির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। বর্ণিত প্রকল্পের ওপর গত ০১-১২-২০২২ খ্রি. তারিখে পর্যালোচনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির জিওবি অর্থায়নের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে প্রকল্পের ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে। • অবশিষ্ট ২৮টি উপজেলার জমির আকার স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযোগী নয়/জমির অধিগ্রহণ মূল্য বেশী/প্রস্তাবে জমি অধিগ্রহণ মূল্য নেই সে সকল উপজেলার বিকল্প জমির প্রস্তাব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র প্রেরণ করা হয়, সে প্রেক্ষিতে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট, বগুড়া জেলার সদর, গাবতলী, শাজাহানপুর, যশোর জেলার বাঘারপাড়া, ময়ামনসিংহ জেলার তারাকান্দা, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ , ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, রাজনগর এবং নোয়াখালী জেলার চাটখিল মোট=১২টি উপজেলা হতে সংশোধিত প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তনির্দেশনা/	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৫.	আরচ্যারির জন্য কোন মাঠ নেই। আরচ্যারি খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ খেলায় পাহাড়ী ও আদিবাসীদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। কেননা, তীর ধনুকের সাথে তাদের আজন্ম সম্পর্ক রয়েছে।	বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম, গাজীপুর-এ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে থাকে। আরচ্যারী খেলার মানোন্নযন ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলায় সুবিধাজনক স্থানে 'জাতীয় আরচ্যারী প্রশিক্ষণ একাডেমী' নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুমোদনের প্রকল্পের সারসংক্ষেপ গত ৩১ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অত্র ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে।
৬.	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে।	বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর সময় খেলার সিডিউলের পূর্বে যথেষ্ট সময় হাতে রেখে দল পাঠানোর বিষয়ে সকল ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/ সংস্থাকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয় এবং সে মোতাবেক সংগঠনগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে সিডিউল সময়ের আগে বা পরে বিদেশে দলের অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন হয়।
৭.	কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বিকেএসপি'র কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। চাকুরীতেও কোটা রাখা যেতে পারে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বমোট ৫(পাঁচ)টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কোটা রাখা হয়েছে । অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এমনকি চাকুরীর ক্ষেত্রেও কোটা রাখার বিষয়ে গত ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখের স্মারক নম্বর: ৩৪.০৪. ০০০০.০০১.১৬.৯৫৬.১৫.১১২০ অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, এখনও এ বিষয়ে কোন নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যতীত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং৩৪.০০.০০০০.০৮০.৩৪.০০১.১২-৫৭, তারিখ: ০২/০৪/২০১৯ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া চাকুরিতে কোটা রাখার বিষয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং৩৪.০০.০০০০.০৮০.৩৪.০০১.১২-৫৮, তারিখ: ০২/০৪/২০১৯ মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ৬৪ জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাদের জন্য আলাদা কমপ্লেক্স তৈরী করতে হবে। গ্রামীণ খেলাধূলা যেমন-সাতচারা, ডাংগুলি ইত্যাদি খেলার প্রসার ঘটাতে হবে।	প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনারসহ প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের অনুশীলন ও দক্ষ খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তথা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া প্রশিক্ষণ সুযোগ সুষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায় পশ্চিম পার্শ্বে জায়গা বরাদ্দ প্রদান করেন। প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের জন্য প্যাভিলিয়ন ভবন খেলার মাঠ নির্মাণের জন্য রানা অর্ক বিনিময় (জেভি) প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১২,০৮,৫৩,৭৯৯/- (বার কোটি আট লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকা কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান। ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি-২০২২-২৩ এ প্রতিবন্ধি এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ২০২৩-২০২৪ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনেরও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৯.	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে শিশুদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং ৬৪ জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য প্রণীত ক্রীড়াপঞ্জি মোতাবেক ২০২২-২৩ এ শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ২০২৩-২০২৪ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

নং :	পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তনির্দেশনা/	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১০.	বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব দিতে হবে। বিত্তবানরা অনুদান প্রদান করলে কর মুক্ত রাখার জন্য এনবিআরকে প্রস্তাব দিতে হবে। ফাউন্ডেশনকে আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে তবে মূল কাজ যেন ব্যাহত না হয়।	• বর্তমানে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মোট মূলধনের পরিমান ৬৭.৮৫ কোটি টাকা। সরকারের নিকট হতে বিভিন্ন সময়ে সিডমানি হিসেবে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ০৭.২৫ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান ও কল্যাণ তহবিল হতে বিগত ০৮-১১-২০১৮ তারিখে ১০ (দশ) কোটি, ০৭-০৭-২০২০ তারিখে ১০ (দশ) কোটি, ০৫-০৪-২০২২ তারিখে ২০ (বিশ) কোটি ও ১৬-০১-২০২৩ তারিখে ২০ (বিশ) কোটি কোটি টাকাসহ মোট ৬০.০০ (ষাট) কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১২টি কোম্পানির সিএসআর তহবিল হতে প্রাপ্ত ৬০ লক্ষ টাকা। • ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অনুকূলে 'বিশেষ অনুদান' খাতে ৩,৬৩,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। • বিভিন্ন কোম্পানীর CSR হতে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
১১.	সকল ক্রীড়া ফেডারেশনে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৫৩টি। নির্বাচনযোগ্য ফেডারেশন/সংস্থার সংখ্যা ৩৩টি। তন্মধ্যে ২৬টি ফেডারেশন/সংস্থার নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি রয়েছে । খ) নির্বাচনযোগ্য ৭টি ফেডারেশন/এসোসিয়েশনসহ মোট ২৭টি ফেডারেশন/সংস্থা অ্যাডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ০৯টি প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটি দায়িত্ব পালন করছে।
১২.	জেলা পর্যায়ে সারা বছর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য জেলা স্টেডিয়াম ব্যস্ত থাকলেও সঠিক দিনক্ষণসহ খেলার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সুনির্দিষ্ট দিনসমূহ বাদ দিয়ে বাকি সময় স্টেডিয়ামগুলোতে ফুটবল খেলা চলবে। এ উদ্দেশ্যে প্রতি স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী অন্যান্য খেলা পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামেই প্রদর্শন করতে হবে।	বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার প্রস্তুতপূর্বক স্টেডিয়ামে প্রদর্শন করার জন্য প্রত্যেক জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অনুরোধ করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে (স্মারক নং৩৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৫৬৬; তারিখ ২৫.০৭.২০২২ তারিখ) পুণরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রতিবছর ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশনবোর্ড/সংস্থার নিকট হতে বছরব্যাপী খেলা পরিচালনার তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ক্রীড়াপঞ্জী প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত ক্রীড়াপঞ্জী নিয়মিতভাবে সকল জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন/সংস্থা/বোর্ড এর নিকট প্রেরণ করা হয় এবং ক্রীড়াপঞ্জী অনুসারে সংগঠগুলোকে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
১৩.	স্টেডিয়ামসমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম যেমন মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট ইত্যাদি আয়োজন না করাই ভাল হবে।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে (স্মারক নং ৩৪.০০.০০০০.০০৪.০৬.০০৪.১৫৬৬; তারিখ ২৫.০৭.২০২২ তারিখ) পুনরায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেডিয়াম সমূহে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কার্যক্রম আয়োজন না করার জন্য প্রত্যেক স্টেডিয়ামের প্রশাসক/জেলা ক্রীড়া সংস্থাকেও অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪.	স্কুল/কলেজের মাঠ ব্যতীত যে সকল জায়গা/মাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে নকশানুযায়ী খেলার মাঠ (মিনি স্টেডিয়াম) এর অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করতে হবে ও সংশোধিত নীতিমালানুযায়ী অবিলম্বে মাঠ/জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত নীতিমালা ও নকশা অনুযায়ী স্কুল কলেজের মাঠ ব্যতীত দেশের বিদ্যমান সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্পের ১ম পর্যায় ১২৫টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ গত জুন ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে, ২য় পর্যায় ১৮৬টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ০৯টি উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় স্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, ০২টি উপজেলায় (মিঠামইন উপজেলা, কিশোরগঞ্জ ও টুঙ্গীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ) পুর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ৩য় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ১৭৩টি উপজেলার মধ্যে ১৭৩টি উপজেলার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে ১৯টি উপজেলা হতে খাস জমির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ০১-১২-২০২২খ্রি: তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের যাচাই বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের ৫৩টি জেলায় ১২৬টি উপজেলা অন্তর্ভূক্ত করত: প্রকল্পটি পুনর্গঠন করে গত ১৬.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্দেশনার শিরোনাম

আরচারী খেলার উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পাহাড়ী ও আদিবাসিদের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্রতিবেদনের তারিখ

০৫/০৭/২০২৩

প্রস্তাবিত অগ্রগতি অবস্থা

চলমান

প্রকল্পের নাম

গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্পের অবস্থান

গাজীপুর জেলা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

৪৯১০.০০ লক্ষ টাকা

বাস্তব অগ্রগতি

২৫.০০%

অদ্যাবধি ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়

৮৪৯.০০ - লক্ষ টাকা

আর্থিক অগ্রগতি

১৭.৩০%

সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি বিবরণ

বাংলাদেশ আরচ্যারী ফেডারেশন শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম, গাজীপুর-এ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ/প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা থাকে। গাজীপুর জেলাস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার স্টেডিয়াম এবং পটুয়াখালী জেলাস্থ কাজী আবুল কাসেম স্টেডিয়াম এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আরচ্যারী খেলার মানোন্নযন ও নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উক্ত খেলাধুলায় বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে পাহাড়ী ও আদিবাসীদের সমন্বয়ে বছরব্যাপী আরচ্যারি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে আরচ্যারির বিভিন্ন দলে ইতোমধ্যে পাহাড়ী ও আদিবাসী খেলোয়াড় সম্পৃক্ত হয়েছে।